দীর্ঘকাল ধরিয়া
সুনাম ও সততার
সঙ্গে
বিশেষত্ব বজায় রেখেছে
পণ্ডিত-প্রেস
সকল প্রকার ছাপার কাজের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

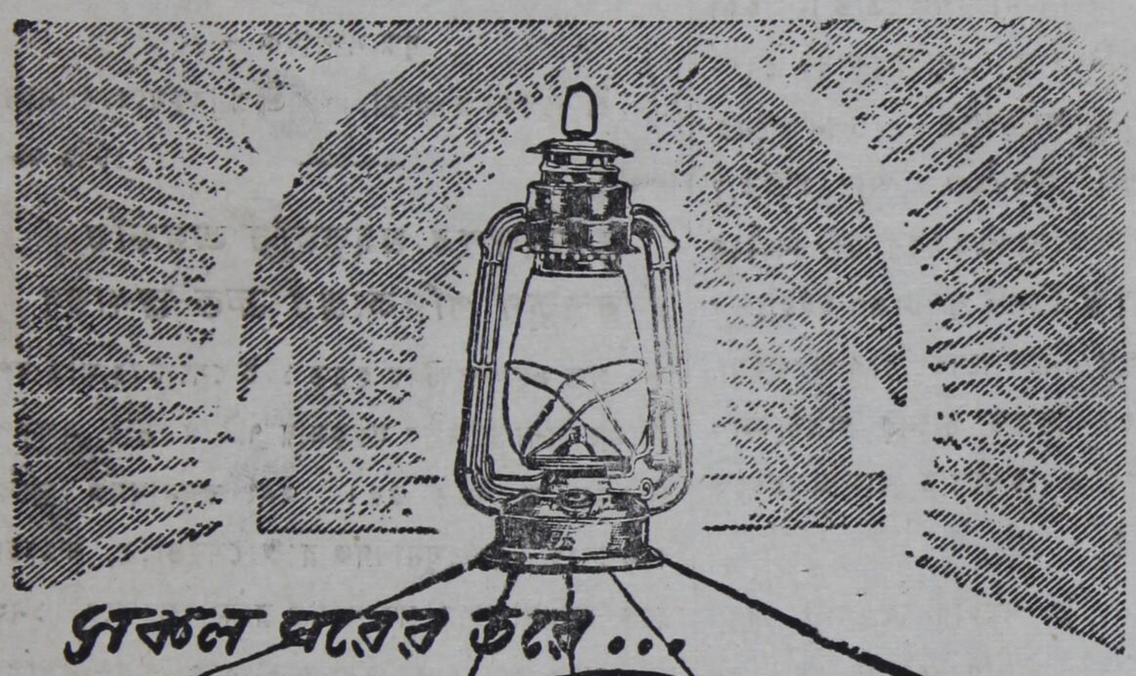

৫৫শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১লা আশ্বিন বুধবার, ১৩৭৫ ইং 18th Sept. 1968 { ১৯শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও পড়বে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

পূজার বাজার এখানেই করুন
ভারতের সকল প্রান্ত হইতে আমদানী
প্রসাধন ও উপহার সামগ্রী, হোসিয়ারী দ্রব্য, উল, মাথার ফিতা, খেলার সরঞ্জাম ও সব রকম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহক।
কর্ম্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা আশ্বিন বুধবার সন ১৩৭৫ সাল।

করিতকর্মা ও নিষ্কর্মার বিশ্বকর্মা

—০—

দ্যুলোক-শিল্পী বিশ্বকর্মা। তিনি কারুশিল্পের দেবতা। ভাস্কর্যেও কম যান না। অতএব পৃথিবীর কারুশিল্পীর আরাধ্য তিনি। স্বর্গলোকের শিল্প-কৃতিতে তাঁহার তুল্য কেহ নাই। শুধু স্বর্গ কেন, মর্ত্যধামে তাঁহার করুণাধারা হইতে পাপীতাপী-অভাজনেরা বঞ্চিত হয় নাই। শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ-দেবের মন্দির নাকি তিনি নির্মাণ করেন। আবার এক দূর অতীতে চাঁদ সদাগরের অনুরোধে তিনি অতি দুর্ভেদ্য লৌহবাসর নির্মাণ করেন এবং মনসা দেবীর কোপের ভয়ে তাহাতে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ রাখিয়া বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। আর এই ছিদ্রপথ দিয়া মনসা দেবীর অনুচর বাসরগৃহে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত লক্ষীন্দরকে দংশন করে। চাঁদ সদাগরের উগ্র পুরুষকার, মাতা সনকার হাহাকার, অশ্রুমুখী বেহুলার পাতিব্রত্য প্রভৃতির মহানায়ক এই দেবশিল্পী।

এ হেন দেবতার প্রতি মর্ত্যের মানুষ ভক্তিমান। দিকে দিকে নানা শিল্পী সম্প্রদায় (যাঁহারা যন্ত্র-কুশলী) তাঁহার আরাধনা করিয়া প্রসাদ ভিক্ষা করিলেন। দেবমণ্ডপগুলি সুসজ্জিত; আকাশ-বাতাস পূজাধুমে প্রকম্পিত; পূজার নানা কায়দা-কসরৎ অনিন্দিত। সাধকেরা স্ব স্ব কেন্দ্রে আয়োজনের ত্রুটি রাখেন নাই। দেব মূর্ত্তির সংস্থাপন বা পূজামণ্ডপের সৌকর্যসাধন অপরটির ঈর্ষার উদ্রেক করে। দেবতার বহু বিচিত্র ভঙ্গিমা লক্ষণীয়। কোথাও তিনি সিংহাসনে বসিয়া বালিশে হেলান দিয়া, কোথাও বা বাহন হস্তীকে পিছনে রাখিয়া তিনি সামনের দিকে নধর দেহটি ঈষৎ ঝুঁকাইয়া দণ্ডায়মান, কোথাও দ্বিপপৃষ্ঠারূঢ় দেবতা বামদিকে রক্ষিত পৃথিবী পরিচয় প্রদানকারী মৃন্ময় গোলকের দিকে ইঙ্গিত করিয়া মুচকি হাসিতে জীবন্তভাব প্রকাশে উন্মুখ। শুধু পূজার আঙ্গিক নেপথ্যে, মেরাপের অন্তরালে। হইবে কেমন করিয়া? প্রভু চিনির কল দিলেন, চিনি দুর্মূল্য; আটাকলের যাঁতা ধুলাবালি ও অভক্ষ্য বস্তুযুক্ত আটা (ল্যাঠা?) বাহির করিতেছে। এখন মানসোপচারই একমাত্র উপচার হওয়া উচিত।

তবে একদিক হইতে এই দেবতা মর্ত্যবাসীর স্মরণীয়। কোন্ মাহেন্দ্রক্ষণে দেবতার প্রসাদ পাইয়া মানুষ সিনেমা ও মাইক আবিষ্কার করিয়াছে, তাই ভাবি। চলচ্চিত্রে কী না পাইতেছি। ইহা অরসিককে রসিক করিতেছে। নারীপুরুষের বেশ-ভূষার বিবিধ পারিপাট্য আনিয়াছে। চলনবলনের ভঙ্গীর নানা বৈশিষ্ট্য দিয়াছে। আর মাইক? অমায়িকভাবে পাড়া-প্রতিবেশীর কর্ণপটহ বিদারণ করিতেছে। পাড়ায় দু' তিনটি পূজামণ্ডপ হইয়াছে। প্রথম পাল্লা চলে শব্দ নিক্ষেপণের তীব্রতা লইয়া, দ্বিতীয়তঃ বহু বিচিত্র রেকর্ড গানের আয়োজন। বিশ্বকর্মা পূজায় রেকর্ডে চণ্ডীপাঠ বাজান হইলে আশ্চর্যের কী আছে?

কিন্তু 'এহ বাহ্য'। হে অমরার যন্ত্রকুশলী দেব, করিতকর্মার দল ত তোমার সেবায় মাতিয়া উঠিয়াছেন। তুমি ভারতে কতই না দক্ষ কারিগর গড়িয়াছ। দুর্গাপুর, রৌরকেল্লা, ভিলাই, চিত্তরঞ্জনে তোমার ভক্তেরা অতন্দ্র সাধনায় মগ্ন। ভাকরা নাঙ্গাল, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতীতে তোমার সাধনার ফল প্রত্যক্ষ করিতেছি। তবে প্রভু, বাঁধ-সেতুতে ফাটল ধরে কেন? তোমার প্রসাদপুষ্ট হাজার হাজার সার্থক ভক্ত আজ যে কর্মহীন, দয়াল। সৌভাগ্যবান গুটিকয়েক পিতা শ্বশুর সরকারের কাঞ্চনকৌলীন্যে বিদেশে পাড়ি দিতে পারিলে জীবনে প্রতিষ্ঠার একটা দিক পায়। কিন্তু যাহারা অভাজন, তাহারা শুধু হাহুতাশ করে। হে দেব, অতএব এমন একটা উপায় তোমার ভক্তদের বাৎলাইয়া দাও যাহাতে তোমাকে কেহ আর অপকর্মা-অকর্মা-নিষ্কর্মা জ্ঞান না করে। আর একটা আজি আছে কৃপাময়। ভারতীয় কলাকুশলী যাহারা, তাহারা যেন কাজ পায়। তাহাদের বাদ দিয়া বিদেশী কুশলীদের আনা বন্ধ কর। জয় হোক তোমার।

সন ১৩৭৪ সালের
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের জমা খরচের হিসাব

জমা—চাঁদা আদায় ৬৫৭·০০ টাকা।

খরচ—পূজা বাবদ খরচ ৩১২·১৮, প্রসাদ বিতরণ ২৩·৬৩, প্রতিমা ১৬৮·০০, মণ্ডপ খরচ ৪৯·৫৯, নিরঞ্জন খরচ ৫৪·৯৫, লক্ষ্মীপূজা ৩৯·৯০, মোট খরচ ৬৪৮·২৫, খরচ বাদে জমা—৮·৭৫ পয়সা মাত্র।

যুগ্ম-সম্পাদক—
শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, শ্রীপ্রণবকুমার ব্যানার্জী

১৮-৯-৬৮

জঙ্গিপুর মহকুমায় অগভীর নলকূপ পরিকল্পের দ্রুত-রূপায়ণ

গত ৬ই সেপ্টেম্বর হ'তে ১৫ই সেপ্টেম্বর মাত্র দশ দিনের মধ্যে জঙ্গিপুর মহকুমায় ৭টি অগভীর নলকূপ পরিকল্প রূপায়িত হয়। ২নং রঘুনাথগঞ্জ ব্লকে রামপুরায়, ১নং রঘুনাথগঞ্জ ব্লকে সেন্‌ডাতে, ফরাক্কা ব্লকে বেনিয়াগ্রামে, সমসেরগঞ্জ ব্লকে লস্করপুরে, ১নং সুতী ব্লকে আহিরণে, ২নং সুতী ব্লকে সুলতানপুরে, সাগরদীঘি ব্লকে রতনপুর গ্রামে একটি করে অগভীর নলকূপ বসানো হয়েছে।

এই পরিকল্পের দ্রুত রূপায়ণের পিছনে রয়েছে সমাজ উন্নয়ন দপ্তরের কর্ম্মীদের ও জঙ্গিপুর মহকুমা-শাসক শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয়ের অক্লান্ত প্রয়াস। এই অগভীর নলকূপ পরিকল্প গ্রামের প্রগতিশীল চাষীদের মধ্যে বিরাট উৎসাহ এনেছে। আশা করা যায় যে আগামী পূজোর মধ্যেই জঙ্গিপুর মহকুমায় বেশ কিছু সংখ্যক অগভীর নলকূপ বসানো সম্ভব হবে এবং এই পরিকল্প জঙ্গিপুর মহকুমার কৃষিক্ষেত্রে শ্রীবৃদ্ধি আনবে।

(জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য দপ্তর)

কোমলী ছোড়্‌তা নেহি

—•—

বড় দাদা ধ'রে
মারিয়াছে মোরে,
রাগ হ'ল বড় মনে।

ফৌজদারী কোর্টে
মামলা করিনু
যুঝিতে দাদার সনে॥

ধান্য বেচিয়া
টাকা নিয়ে গিয়া
লাগাইনু মোক্তার।

আমা চেয়ে দেখি
দাদার উপরে
বড় বেশী রোখ তার॥

গ্রামবাসী মিলে
মিটাইয়ে দিলে,
ক্ষমিনু দাদার দোষ।

মামলার দিনে
মোক্তারে কহিনু
মামলা হলো আপোষ॥

শুনি বাবু মোরে
বলিলেন রাগি
করিলি কি বেটা পাজি॥

মামলা কখন
মিটে কিরে বেটা
আমারে না করে রাজি।

ভাই চেয়ে বাড়া
ভাড়া করা ভাই
সদা করে দেহি দেহি॥

হাম্‌তো কম্‌লী
ছোড় দিয়া লেকেন্‌
কম্‌লী ছোড়্‌তা নেহি।

রঘুনাথগঞ্জ-মুরারই

মোটর বাসে যাত্রীদের অসম্ভব ভিড়

রঘুনাথগঞ্জ-মুরারই রাস্তায় "গণপতি" ও "জয়মা" নামীয় দুইখানি মোটর বাস পালাক্রমে চলাচল করে। প্রায় বাসেই অসম্ভব ভিড় হয়—বহু যাত্রী পশুপক্ষীর ন্যায় গাদাগাদিভাবে ১৪ মাইল রাস্তা দাঁড়াইয়া যাইতে বাধ্য হন। ছাদের উপর যাত্রীদের বিছানা বাক্স বাদেও ব্যবসায়ীদের পণ্যদ্রব্য বোঝাই করা হয়। মুরারই হইতে রঘুনাথগঞ্জ অভিমুখে আসিবার সময় দুইখানি ট্রেণের যাত্রী লওয়ার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী ট্রেণের যাত্রিগণকে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়। মোটর বাস বিলম্বে ছাড়ার জন্য দ্রুতবেগে গাড়ী চালান হয়।

এই রাস্তায় অধিক সংখ্যক মোটর বাস চলাচল মঞ্জুর করিলে যাত্রিগণের সুবিধা হইবে। উপরোক্ত বিষয়সমূহে আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার জেলা-শাসক মহোদয়দ্বয়ের এবং আর-টি-এর সেক্রেটারী মহোদয়দ্বয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। পুনরায় আমরা মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার জেলা-শাসক মহোদয়দ্বয়ের এবং জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক ও মহকুমা পুলিশ অফিসার মহোদয়দ্বয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রত্যহ বৈকাল ৫ ঘটিকায় ফরাক্কা-গামী মোটর-বাসেও খুব ভিড় হয়। এই সময়ে কোর্ট প্যাসেঞ্জারের জন্য আর একখানি মোটর-বাস দিবার ব্যবস্থা করা অচিরে আবশ্যক। উক্ত বিষয়ে আমরা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৬৮

১৯৬৮ সালের ডিক্রীজারী

৫ মনি ডিঃ মোসাম্মাৎ জাহেরা খাতুন দেঃ মমম্মদ ইলিয়াস আলি দিং দাবি ৮৭৪ ৫৬ পয়সা থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে রতনপুর ৪৯ শতকের কাত ১ ৯৪ পয়সা আঃ ৫০০৲ খং ২২৭ ২নং লাট থানা ঐ মৌজে অনুপনগর ৪৬ শতকের কাত ২২০ পয়সা আঃ ৩৫০৲ খং ৪৮৩২ মায় তদুপরিস্থিত টালীঘর ১ খানি, খেড়িঘর ১ খানি, বাঁশ ও আমগাছ সহ

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১১ই নভেম্বর, ১৯৬৮

১৯৬৮ সালের ডিক্রীজারী

৭ মনি ডিঃ চারুচন্দ্র সাহা দেঃ তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় দাবি ১১২ ১৪ পয়সা থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গদাইপুর ১৫১ শতকের কাত ৫৸৯ আঃ ১২৫৲ স্থিতিবান স্বত্ব

পুষ্করিণী বিক্রয়

সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত মণিগ্রামে ছয় বিঘা জলা একটি পুষ্করিণী বিক্রয় হইবে। নিম্নে সত্বর অনুসন্ধান করুন।

পণ্ডিত-প্রেস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা তেল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

পূজায় শ্রেষ্ঠ উপহার

বাংলায় এবং বাংলার বাইরে লক্ষ লক্ষ নর-নারী প্রতিদিন ব্যবহার করে প্রমাণ করছেন যে

নতুন করে **ডাবর আমলা কেশ তৈলের**

বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন নেই। এর স্নিগ্ধতা, এর উপকারিতা, এর মিষ্টি গন্ধ—একবার ব্যবহার করলে সারা জীবনে ভোলা যায় না।

এজেণ্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং *বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি* ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়,** বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১·০০ এক টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পো: রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)